ব্যক্তি ও সমাজে দুর্নীতির ভয়াবহ ক্ষতি ও এর প্রতিকার

خَطَرُ الْفَسَادِ عَلَى الْمُجْتَمَعَاتِ وَالْأَفْرَادِ

إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١] { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٧٠، ٧١] .

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা আমাদের নফসের (অন্তরের) অনিষ্টতা ও আমাদের মন্দ কাজকর্ম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়েত দেওয়ারও কেউ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ কোরো না।" (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

"হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি মাত্র প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের দু'জন থেকে বিশ্বজুড়ে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করো এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন।" (সূরা আন-নিসা: ১)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক ও সত্য কথা বলো। (তাহলে) তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে

ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।" (সূরা আল-আহযাব: ৭০-৭১)

অতঃপর: নিশ্চয়ই সবচেয়ে সত্য বাণী হলো মহান আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) এবং সর্বোত্তম পথনির্দেশ হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথনির্দেশ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কিছুর উদ্ভাবন; প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হলো পথভ্রষ্টতা, এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম হলো জাহান্নাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগমন মানবজাতির জন্য রহমত

হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন এক সময়ে পাঠিয়েছেন যখন দীর্ঘকাল কোনো রাসূলের আগমন ঘটেনি এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি এমন এক জাতির মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন, যারা ছিল ঘোর অজ্ঞতা ও অন্ধ পথভ্রষ্টতার সাগরে নিমজ্জিত। তারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করতে পারত না এবং ভালো ও মন্দের ভেদাভেদ বুঝত না। যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তাদের আত্মশুদ্ধি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা নিশ্চিতরূপে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মাঝেই নিমজ্জিত ছিল।" (সূরা আল-জুমা: ২)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এই রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েত দিলেন এবং অন্ধত্বের পর আলোর পথ দেখালেন। ফলে তাঁর দাওয়াতের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের নফস (আত্মা) পবিত্র হলো এবং ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় এসে মানুষের অন্তরসমূহ সরল-সঠিক পথে পরিচালিত হলো।

ইসলাম ফ্যাসাদ ও অবিচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে

নিশ্চয়ই ইসলামের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মূলনীতি ও মহান শিক্ষার মধ্যে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নবুয়তের মাধ্যমে অত্যন্ত জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যার বিরোধিতা করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে, তা হলো: অন্যায্য সীমালঙ্ঘন ও ফ্যাসাদ (দুর্নীতি বা বিপর্যয়) সৃষ্টি করাকে হারাম ঘোষণা করা এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ওয়াজিব বা আবশ্যক করা।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

'তোমরা পৃথিবীতে শান্তি ও সংস্কার প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিপর্যয় (বা দুর্নীতি) সৃষ্টি করো না।' (সূরা আল-আরাফ: ৫৬)

তিনি আরও এরশাদ করেছেন:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

'আর যখন সে পিঠ ফিরায় (বা ক্ষমতা লাভ করে), তখন সে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংস করার চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ বিপর্যয় ও ফ্যাসাদ (দুর্নীতি) পছন্দ করেন না।' (সূরা আল-বাকারাহ: ২০৫)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

إِذَا سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، مَنَعَ اللهُ الْقَطْرَ - أَيِ: الْمَطَرَ -، فَهَلَكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ

'মানুষ যখন জমিনে পাপাচার ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা (তার শাস্তি হিসেবে) আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেন। আর এর ফলেই শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যায়।'

বিপর্যয় ও দুর্নীতির বিভিন্ন রূপ এবং এর ভয়ানক পরকালীন শাস্তি

হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা পৃথিবীতে বিপর্যয় ও দুর্নীতি (ফাসাদ) সৃষ্টি করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এর সব ধরনের রূপ ও প্রকারকে অত্যন্ত নিন্দা করেছেন; তা মানুষের জীবন, বংশমর্যাদা, ধন-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা কিংবা দ্বীন ও ধর্ম, যার মাঝেই বিপর্যয় সৃষ্টি করা হোক না কেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা একে অন্যতম কবীরা গুনাহ (মহাপাপ) হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যারা এই অপরাধে লিপ্ত, তাদেরকে মহান ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর লানত (অভিশাপ) এবং কঠোর শাস্তির যোগ্য পাত্র বানিয়েছেন।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

'আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় (ফাসাদ) সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে লানত (আল্লাহর অভিশাপ) এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ বাসস্থান (জাহান্নাম)।' (সূরা আর-রাদ: ২৫)

আকীদাগত ও ধর্মীয় দুর্নীতি:

আল্লাহ সব ধরনের দুর্নীতির নিন্দা করেছেন (যেমন: জান-মাল, বংশ, বুদ্ধি ও দ্বীনের ক্ষতি করা) এবং একে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো মানুষের আকীদা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করা, বেদআত ছড়ানো এবং পাপাচারের প্রচারের মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা।

যেমনটি মহান আল্লাহ (মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে) এরশাদ করেছেন:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় (ফাসাদ) সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো সংশোধনকারী ও শান্তিপ্রিয়।' (সূরা আল-বাকারাহ: ১১)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

إِذَا رَكِبُوا مَعْصِيَةَ اللهِ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا كَذَا وَكَذَا، قَالُوا: إِنَّمَا نَحْنُ عَلَى الْهُدَى مُصْلِحُونَ

'তারা যখন আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাাচারে লিপ্ত হয় এবং তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এই এই কাজগুলো কোরো না, তখন তারা উত্তর দেয়: আমরা তো হেদায়েতের ওপর আছি এবং আমরাই মূলত সংশোধনকারী।'

আর্থিক দুর্নীতি: উম্মাহর জন্য এক ধ্বংসাত্মক ফিতনা

হে মুসলিম সমাজ!

আপনারা জেনে রাখুন, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক ফিতনা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যাধিগুলোর অন্যতম একটি হলো, আর্থিক দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থোপার্জন (ফাসাদ আল-মালি)। ইসলামি শরিয়ত এই ব্যাধির মন্দ পরিণতি এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ [الأنفال: ٢٨]

'আর তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি কেবলই একটি পরীক্ষা (ফিতনা); আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।' (সূরা আল-আনফাল: ২৮)

হযরত কাব ইবনে ইয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করতে শুনেছি:

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ». [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ].

'নিশ্চয়ই প্রতিটি উম্মতের জন্যই কোনো না কোনো ফিতনা (বড় পরীক্ষা) থাকে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো ধন-সম্পদ।' (তিরমিযী: ২৩৩৬)

সমাজবিধ্বংসী ব্যাধি ঘুষ: শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কুফল ও শাস্তি

আর্থিক দুর্নীতির অন্যতম একটি ভয়াবহ রূপ হলো, ঘুষের (রিশওয়াহ) বিস্তার। ঘুষ যখনই কোনো সমাজে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখনই তা সেই সমাজের মানুষের বিবেক ও নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের আলো পুরোপুরি নিভিয়ে দেয়।

আর এই কারণেই আমাদের সুমহান ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামি শরিয়তে এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। যারা ঘুষ লেনদেন করে এবং এর সাথে জড়িত থাকে, তাদের ব্যাপারে পবিত্র গ্রন্থ ও সুন্নাহর অকাট্য নথিতে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর শাস্তির অঙ্গীকার এসেছে।

যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা (অপরাধ প্রবণ) ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ করেছেন:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

'তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত তৎপর এবং সুহ্‌ত (অবৈধ ও হারাম সম্পদ) ভক্ষণে ভীষণ অভ্যস্ত।' (সূরা আল-মায়েদাহ: ৪২)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম হাসান বসরী এবং ইমাম কাতাদাহ (রহমতুল্লাহি আলাইহিমা) এই আয়াতের 'সুহ্‌ত' (**السُّحْتِ**) শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন: **"তা হলো ঘুষ।"**

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا **قَالَ**: «**لَعَنَ رَسُولُ اللهِ** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ** [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ،

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা (যে ঘুষ দেয়) এবং ঘুষগ্রহীতা (যে ঘুষ নেয়) উভয়ের ওপর লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করেছেন।' (আবু দাউদ: ৩৫৮০, তিরমিযী: ১৩৩৭)

আর আরবী ভাষায় 'লানত' (**اللَّعْن**) শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে চিরতরে বিতাড়িত ও দূর করে দেওয়া। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের ঘাড়ে আল্লাহর লানত বা অভিশাপ তুলে নিল এবং পরম দয়ালু 'আরহামুর রাহিমীন'-এর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে গেল, সে আর কী ধরনের লাভ বা উপার্জনের আশা করতে পারে?!

উপহারের নামে ঘুষ: শয়তানের প্রতারণা ও দুর্বল ঈমানের লক্ষণ

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

ঘুষের এমন কিছু ভিন্ন রূপ ও আকার রয়েছে যার মাধ্যমে শয়তান কিছু দুর্বল ঈমানদার ও ইসলাম বিষয়ে মূর্খ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। ফলে তারা এই হারামকে হালাল করার উদ্দেশ্যে এর নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দেয় (যেমন: বকশিশ, স্পিড মানি বা উপহার)।

আর এই ধরনের রূপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-সরকারি বা বেসরকারি চাকরিজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (কাজের বিনিময়ে বা দায়িত্ব পালনকালে) উপহার গ্রহণ করা।

হযরত আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ»

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আসাদ গোত্রের 'ইবনুল লুতবিয়্যাহ' নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এরপর সে যখন কাজ শেষ করে ফিরে এলো, তখন (হিসাব দেওয়ার সময়) বলল: "এগুলো আপনাদের (বায়তুল মালের) সম্পদ, আর এগুলো আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।"

এ কথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান গাওয়ার পর বললেন: ‘সেই কর্মকর্তার কী হলো, যাকে আমি কোনো দায়িত্বে পাঠাই আর সে এসে বলে: 'এটি আপনাদের সম্পদ আর এটি আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে?' সে কেন তার বাবা-মায়ের ঘরে বসে রইল না, তখন সে দেখত তাকে কেউ উপহার দেয় কি না?

সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ যদি এই (দায়িত্বে থাকা অবস্থায়) অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন সে তা নিজের ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হবে।’ (বুখারী: ৭১৭৪, মুসলিম: ১৮৩২)

পরিমাপে কম দেওয়া ও সরকারি সম্পদ আত্মসাতের ভয়ানক পরিণতি

হে আল্লাহর বান্দাগণ!

আর্থিক দুর্নীতির অন্যতম আরেকটি রূপ হলো, প্রতারণা (ধোঁকাবাজি), জালিয়াতি ও আত্মসাতের (ইখতিলাস) মাধ্যমে অর্থ ও সম্পদ উপার্জন করা।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'আর তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে গ্রাস করো না।' (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮)

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহ.) এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন:

مَنْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ لَا عَلَى وَجْهِ إِذْنِ الشَّرْعِ فَقَدْ أَكَلَهُ بِالْبَاطِلِ

'যে ব্যক্তি শরিয়তের অনুমোদন বা বৈধ নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে অন্যের সম্পদ গ্রহণ করল, সে মূলত তা অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় গ্রাস করল।'

সম্পদ আত্মসাতকারীদের জন্য আল্লাহ কঠিন শাস্তির ঘোষণা করেছেন:

নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা হারাম মাল ভক্ষণকারীদের অত্যন্ত কঠিন আজাবের মুখোমুখি করার হুমকি দিয়েছেন। এমনকি তাদের (হৃদয় কাঁপানো অপরাধের) ব্যাপারে এমন একটি সূরা নাযিল করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হবে।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ(٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়! যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়; আর যখন তাদের মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহাদিবসে? যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামিনের সামনে এসে দাঁড়াবে।' (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১-৬)

অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণকারীদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শাস্তির ঘোষণা করেছেন:

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ].

হযরত খাওলাহ বিনতে কাইস আল-আনসারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: 'নিশ্চয়ই কিছু মানুষ অন্যায়ভাবে আল্লাহর দেওয়া মাল (রাষ্ট্রীয় বা জনসাধারণের সম্পদ) আত্মসাৎ ও যথেচ্ছ ব্যবহার করে; কেয়ামতের দিন তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে জাহান্নামের আগুন। (বুখারী: ৩১১৮)

সভ্যতা ধ্বংসের মূল হাতিয়ার: দুর্নীতি ও এর সামাজিক পরিণতি

হে ঈমানদারগণ! দুর্নীতি কেবল আর্থিক বিচ্যুতি নয়, বরং একটি জাতীয় ক্যান্সার। ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে যত শ্রেষ্ঠ সভ্যতার পতন ঘটেছে, তার মূল হাতিয়ার ছিল দুর্নীতি ও জুলুম। এটি সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে বিপর্যয় (দুর্নীতি ও পাপাচার) ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে।' (সূরা আর-রূম: ৪১)

فَاللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، بَارَكَ اللّٰهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আপনার হালাল রিজিকের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহের দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে আমাদের স্বাবলম্বী করে দিন।

মহান আল্লাহ আমার এবং আপনাদের জন্য পবিত্র কুরআনে বরকত দান করুন। এই মহিমান্বিত কিতাবের আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে আমাকে ও আপনাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন।

আমি আমার এই কথাই বলছি এবং আমার ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতএব, আপনারা সবাই তাঁর কাছেই ক্ষমা চান; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَقَاهُ، وَعَصَمَهُ وَآوَاهُ.

সব প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবিদের ওপর সালাত ও রহমত বর্ষণ করুন।

অতঃপর:

আমি আপনাদেরকে এবং আমার নিজেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা-কে ভয় করার (তাকওয়া অবলম্বনের) উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে যাবতীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন, পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাকে নিজের আশ্রয় দান করেন।

মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

হে মুসলিম সমাজ!

নিশ্চয়ই মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতিসমূহের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণময়তার যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা তাদের বিশাল জনসংখ্যা কিংবা যুদ্ধাস্ত্রের শক্তির জোরে পায়নি। বরং তারা এই মর্যাদা লাভ করেছে কেবল তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে এবং নিজেদের মূল দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলার কারণে; আর তা হলো, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর সুদৃঢ় ঈমান রাখা।

যেমনটি মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) রাখবে।' (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

অন্যায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা প্রত্যেকের দায়িত্ব:

আর অন্যায় ও অসৎ কাজের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা কোনো নফল (অতিরিক্ত) বা ঐচ্ছিক বিষয় নয় যে, আমাদের যখন ইচ্ছে হবে তখন করব; বরং এটি সবার ওপর একটি ওয়াজিব বা আবশ্যক কর্তব্য। এটি সমাজ রূপী জাহাজটিকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য একটি 'নিরাপত্তা ভাল্ব'।

এই জাহাজে যদি কোনো দুর্নীতিবাজ বা নির্বোধ ব্যক্তি ছিদ্র করতে চায়, আর সমাজের সংশোধনকামী ও বুদ্ধিমান মানুষেরা তা দেখেও চুপ করে থাকে, তবে তারা সবাই মিলে একসাথে ডুবে মরবে। আর তারা যদি সেই অন্যায়কারীর হাত ধরে তাকে রুখে দেয়, তবে সে নিজে যেমন বাঁচবে, তেমনি সমাজের সবাই একসাথে রক্ষা পাবে।

আর এই কারণেই আপনাদের মধ্যে যে কেউ যখন কোনো অন্যায় কিংবা দুর্নীতির কোনো স্পষ্ট রূপ দেখবে, তখন তার জন্য আবশ্যক হলো- প্রথমে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়া। কোনো অবস্থাতেই ধারণা বা সন্দেহের পেছনে তাড়িত হওয়া যাবে না। এরপর শরীয়ত সম্মত

ও আইনি পন্থায় তা প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণীর বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি: 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় (বা শরিয়ত বিরোধী) কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা নিজের হাত দিয়ে (শক্তি বা ক্ষমতার মাধ্যমে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে তার সামর্থ না রাখে, তবে যেন নিজের জবান দিয়ে (ভদ্র ও স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তনের চেষ্টা করে। আর যদি সেটারও সামর্থ না থাকে, তবে যেন নিজের অন্তর দিয়ে তা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করে (বা ঘৃণা করে)। আর এটি হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"
(মুসলিম: ৪৯, ইবনে মাজাহ: ৪০১৩)

দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারে নীরবতা: গণ-আজাব ও আল্লাহর লানত নামার কারণ

হে ইসলামি ভাতৃসমাজ!

নিশ্চয়ই সমাজ ধ্বংসকারী দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা এবং তাদের হাত ধরে অন্যায় থেকে রুখে না দেওয়াপুরো সমাজের ওপর আল্লাহর সাধারণ আজাব (গণ-শাস্তি), গজব ও লানত নেমে আসার সুস্পষ্ট পূর্বাভাস।

যেমনটি মহান আল্লাহ (বনি ইসরাইলের ইতিহাস টেনে) এরশাদ করেছেন:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মারিয়ামের মুখে অভিশাপ (লানত) দেওয়া হয়েছিল। তা এই কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করে চলত। তারা যেসব অন্যায় কাজ করত, তা থেকে একে অপরকে বারণ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট ছিল!" (সূরা আল-মায়েদাহ: ৭৮-৭৯)

দুর্নীতি প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা: একটি শরিয়ত সম্মত ও জাতীয় দায়িত্ব

আর দুর্নীতি দমনে পারস্পরিক সহযোগিতা করা, সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং এর স্বচ্ছতা ও সততাকে সুদৃঢ় করা, একটি শরিয়ত সম্মত ফরজ বিধান এবং আমাদের সবার জন্য একটি আবশ্যক জাতীয় দায়িত্ব।

অতএব, আমাদের সবাইকে এই দায়িত্বের অনুভূতি নিজের মধ্যে লালন করতে হবে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এক কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদের হাত ধরে তাদেরকে অন্যায় থেকে রুখে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশকে সবসময় স্মরণে রাখতে হবে, যেখানে তিনি এরশাদ করেছেন:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ – أَوْ تَمْنَعُهُ – مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ».رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

"তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালেম হোক কিংবা মযলুম (অত্যাচারিত)।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: 'হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি মযলুম হয় তবে তাকে সাহায্য করব তা তো বুঝলাম; কিন্তু সে যদি যালেম (অত্যাচারী) হয়, তবে তাকে আমি কীভাবে সাহায্য করব?" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন: 'তুমি তাকে যুলুম করা থেকে বিরত রাখবে বা বাধা দেবে; আর এটিই হলো তাকে সাহায্য করা।' (বুখারী: ২৪৪৩, তিরমিযী: ২২৫৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক ষ থেকে বর্ণিত, তিনি (খলিফা হওয়ার পর মিম্বরে দাঁড়িয়ে) বলেছিলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة: ١٠٥]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ». [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،

'হে লোকসকল! তোমরা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করো বটে, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদেরই দায়িত্ব। তোমরা যদি নিজেরা হেদায়েতের ওপর থাকো, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (সূরা আল-মায়েদাহ: ১০৫)। (কিন্তু তোমরা এর ভুল অর্থ বোঝো)। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করতে শুনেছি: 'মানুষ যখন কোনো যালেমকে অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে তাকে বাধা দেয় না, তখন খুব শীঘ্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাদের সবাইকে তাঁর সাধারণ আজাব বা শাস্তির অন্তর্ভুক্ত করে নেন'।" (আবু দাউদ: ৪৩৩৮, তিরমিযী: ২১৬৮)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অন্যথায় খুব শীঘ্রই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তোমাদের ওপর তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন

শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা (তা থেকে বাঁচার জন্য) তাঁর কাছে প্রাণপণ দোয়া করবে, কিন্তু তোমাদের সেই দোয়া আর কবুল করা হবে না।' (তিরমিযী: ২১৬৯)

উম্মাহর কল্যাণ, হেদায়েত এবং কুয়েত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا، وَانْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا، وَيَسِّرِ الْهُدَى لَنَا، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আর হে আল্লাহ! আপনি তাঁর সমস্ত সাহাবিদের ওপর সন্তুষ্ট হোন, এবং আপনার রহমতের উসিলায় তাদের সাথে আমাদের ওপরও সন্তুষ্ট হোন, হে পরম দয়ালু আরহামার রাহিমীন!

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সাহায্য করুন, যেন আমরা আপনাকে স্মরণ (জিকির) করতে পারি, আপনার কৃতজ্ঞতা (শুকরিয়া) আদায় করতে পারি এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত সম্পন্ন করতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পক্ষে থাকুন, আমাদের বিপক্ষে যাবেন না; আমাদের বিজয়ী করুন, আমাদের ওপর কাউকে বিজয়ী করবেন না। আমাদের হেদায়েত দান করুন এবং হেদায়েতের পথকে আমাদের জন্য সহজ ও সুগম করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি কুয়েত রাষ্ট্র এবং এর জনগণকে যাবতীয় অনিষ্ট, মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে হেফাজত করুন। এই দেশকে এবং মুসলিমদের অন্যান্য সমস্ত দেশকে নিরাপদ ও শান্তিময় বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের আমির (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং তাঁর যুবরাজকে এমন সব কাজ করার তাওফীক দিন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। তাঁদের উভয়কে কল্যাণ, পুণ্য ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

আর আমাদের শেষ কথা হলো, সব প্রশংসা একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

জুমার আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)

খুতবা প্রণয়নে: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)